এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৩৪, সাপ্তাহিক ২২ নভেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 22 Nov 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 34, Rs. 2

আগামী ২৮ ডিসেম্বর কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, ২০২৭ সালের মূল্যায়নের দিন ঘোষণা



নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়িঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নজির গড়ল নর্থ বেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্ট। গত ১১ অক্টোবর, ২০২৬ অনুষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ২০২৬-এর ফলাফল সোমবার, ১৬ নভেম্বর দুপুর ১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যে মোট ৭,৭৩১ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফল প্রকাশ করল সংস্থাটি।

ফল প্রকাশের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের শংসাপত্র পাঠানোর কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আগামী চার দিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান আশিস পাল। তিনি আরও জানান, ১৬ নভেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার পর থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের অ্যাডমিট কার্ডে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করেই ফলাফল জানতে পারবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সম্পাদক স্বপনেন্দু নন্দী আগামী বছরের মূল্যায়ন পরীক্ষার দিনক্ষণও ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ২০২৭ সালের ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ডিসেম্বর। এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণের জন্য আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে, ২০২৭-এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। পাশাপাশি অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

তিনি আরও জানান, আগামী বছর দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

অন্যদিকে, সংস্থার অন্যতম সদস্য অলক কর্মকার কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উদ্দেশে বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আগামী ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০টার মধ্যে কৃতী শিক্ষার্থীদের শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উপস্থিত হতে হবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভিড় ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে একজনের বেশি অভিভাবককে না আসার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

৭,৭৩১ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ এবং শংসাপত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরল নর্থবেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্ট।

শিশুদের উচ্ছ্বাসে 'ডাংগুলি'র সপ্তম বর্ষের আত্মপ্রকাশ



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিশু দিবসের আনন্দঘন আবহে শিশু-কিশোরদের কলকাকলি, গান, নাচ ও আবৃত্তিতে মুখর হয়ে উঠল শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের সভাঘরে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর শিশু-কিশোর পত্রিকা 'ডাংগুলি'র সপ্তম বর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

শিশু - কিশোরদের সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে নতুন সংখ্যাটির প্রকাশ ঘটে। শিশুদের সাহিত্যচর্চা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে 'ডাংগুলি'র এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনন্যা ভাদুড়ী। বক্তব্য রাখেন সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা সুহাস বসু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক নীতীশ বসু ও শাশ্বতী চন্দ, রবীন্দ্র গবেষক রতন বিশ্বাস এবং বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক ধনঞ্জয় পাল। তাঁদের বক্তব্যে শিশুদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার গুরুত্ব বিশেষভাবে উঠে আসে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ছোট ছোট শিল্পীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। নাচ, গান ও আবৃত্তিতে তারা দর্শকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি বড়দের পরিবেশনাতেও ছিল শিশুদের উপযোগী গান ও কবিতা। সব মিলিয়ে ছোট-বড়র সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফুলেশ্বরী নন্দিনীর সম্পাদক মঞ্জু সরকার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দেবস্মিতা সরকার।

শিশু দিবসের বিশেষ মুহূর্তে 'ডাংগুলি'র সপ্তম বর্ষ সংখ্যার প্রকাশ নতুন প্রজন্মের হাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়ার এক সুন্দর প্রয়াস। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং তাদের সৃজনশীল ভাবনাকে উৎসাহিত করার এই উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে, এমনটাই প্রত্যাশা উপস্থিত সকলের।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

২০২৭ পর্যটন ও আইনি সচেতনতায় নতুন অঙ্গীকার

নতুন বছর ২০২৭ আমাদের সামনে নিয়ে আসছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বার্তা। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৭ সাল আন্তর্জাতিক টেকসই ও স্থিতিস্থাপক পর্যটন বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক আইনি সাক্ষরতা বর্ষ । এই দুটি উদ্যোগের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আগামী দিনের সমাজ ও পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার বার্তা।

পর্যটন কেবল ভ্রমণ বা বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলের কাছে এই বছরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাহাড়, বন, নদী, চা-বাগান ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করেই পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে হবে। পর্যটনের সুফল পৌঁছে দিতে হবে স্থানীয় মানুষের কাছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করেই গড়ে উঠুক আগামী দিনের পর্যটন।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক আইনি সাক্ষরতা বর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আইন সম্পর্কে জানা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব। নিজের অধিকার, কর্তব্য, আইনি সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। আইন শুধু আদালত বা আইনজীবীদের বিষয় নয়, সচেতন সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি।

খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যাশা, ২০২৭ সাল কেবল আন্তর্জাতিক দিবস বা বর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পর্যটনে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, স্থানীয় মানুষের স্বনির্ভরতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধিতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নতুন বছর হোক প্রকৃতি রক্ষার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির, সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার। কারণ সচেতন নাগরিক ও সুরক্ষিত প্রকৃতিই পারে সুন্দর, স্থিতিশীল এবং মানবিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।



রং-তুলিতে বাল্যবিবাহ রোধ ও শিশু অধিকারের বার্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিশু দিবস ও শিশু সুরক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিল মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ১৫ নভেম্বর গুলমা চা বাগানের নিচেবাসা গ্রামের সংস্থার লার্নিং সেন্টারে আয়োজিত হয় এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ‘বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত’ ও ‘শিশু অধিকার’;এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় মোট ৪৮ জন শিশু-কিশোর।

রং-তুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের কল্পনা, ভাবনা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি শিশুদের অধিকার এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তোলে।

প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে একটি সচেতনতামূলক আলোচনারও আয়োজন করা হয়। সেখানে মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে মাতৃ কল্যাণ স্বনির্ভর দলের প্রেসিডেন্ট কল্পনা টোপ্পো বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিশু-কিশোরীদের অবহিত করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ ও ভবিষ্যতের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরার পাশাপাশি এই সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের দায়িত্বের কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রোসলিনা লোংমা ও পঞ্চমী ওরাও।

সংস্থার এই উদ্যোগের লক্ষ্য শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে দেওয়া। শিশুদের হাতে বই, রং-তুলি ও খেলার উপকরণ তুলে দিয়ে তাদের জন্য নিরাপদ, আনন্দময় ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তাও উঠে আসে এই আয়োজনে।

শিশুর শৈশব হোক শিক্ষা, আনন্দ ও স্বপ্নপূরণের; বিয়ের দায়িত্বের বোঝা নয়। শিশু অধিকার সুরক্ষিত হোক, বন্ধ হোক বাল্যবিবাহ;এই প্রত্যয়েই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিল মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকুক মানবতা, দেহদান হোক শেষ উপহার



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আমরা প্রত্যেকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু মৃত্যুর পরেও যদি আমাদের শরীর অন্যের উপকারে আসে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করে এবং আগামী দিনের চিকিৎসকদের দক্ষ করে তুলতে ভূমিকা নেয়, তাহলে তার চেয়ে মহৎ মানবিক অবদান আর কী হতে পারে!

মরণোত্তর দেহদান এমনই এক মহৎ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও মানবসেবার সুযোগ থেকে যায়। জীবদ্দশায় যে শরীরকে ঘিরে আমাদের সমস্ত স্বপ্ন, সম্পর্ক ও জীবনযাপন, মৃত্যুর পর সেই শরীরই হয়ে উঠতে পারে চিকিৎসাশিক্ষা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তথা কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত মরণোত্তর দেহদানের গুরুত্ব তুলে ধরে জানিয়েছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের শারীরস্থানবিদ্যা বা অ্যানাটমি শেখার ক্ষেত্রে দান করা মানবদেহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বই, ছবি কিংবা আধুনিক প্রযুক্তি থেকে শরীর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও বাস্তব মানবদেহের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষার বিকল্প নেই। একজন দেহদাতার সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের বহু চিকিৎসককে দক্ষ করে তুলতে পারে। সেই শিক্ষা পরবর্তী সময়ে অসংখ্য রোগীর চিকিৎসায় কাজে আসতে পারে। চিকিৎসা গবেষণা, অস্ত্রোপচারের প্রশিক্ষণ এবং নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নয়নেও মরণোত্তর দেহদান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

তবে দেহদানের তাৎপর্য শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় শরীরকে নশ্বর এবং আত্মাকে অবিনশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গীতার দর্শনেও দেহের নশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। সেই ভাবনা থেকে মৃত্যুর পর নিজের শরীরকে মানবকল্যাণে উৎসর্গ করাও হতে পারে নিঃস্বার্থ সেবা, ত্যাগ ও পরোপকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। জীবিত অবস্থায় অর্থ, শ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি মৃত্যুর পরেও মানবসেবার সুযোগ তৈরি করে যেতে পারে দেহদান।

দেহদান ও অঙ্গদান এক নয়

অনেকেই দেহদান ও অঙ্গদানকে একই বিষয় মনে করেন। কিন্তু দুটির উদ্দেশ্য আলাদা। অঙ্গদানের মাধ্যমে উপযুক্ত অঙ্গ বা টিস্যু অন্য রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করে তাঁর জীবন বাঁচানো বা জীবনযাত্রার মান উন্নত করা হয়। অন্যদিকে, মরণোত্তর দেহদান মূলত চিকিৎসাশিক্ষা, গবেষণা, অ্যানাটমি শিক্ষা ও চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। উভয় উদ্যোগই মানবকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যাঁরা দেহদানের অঙ্গীকার করতে চান, তাঁরা নিকটবর্তী মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগ অথবা অনুমোদিত দেহগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় ইচ্ছাপত্র ও সম্মতিপত্র পূরণ করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়ে রাখা জরুরি। অঙ্গদান ও দেহদানের নিয়ম, চিকিৎসাগত যোগ্যতা এবং গ্রহণের শর্ত আলাদা হতে পারে। তাই আগাম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ, স্মৃতি ও ভালো কাজের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চাই। মরণোত্তর দেহদানও হতে পারে তেমনই এক মূল্যবান উত্তরাধিকার। একজন দেহদাতাকে হয়তো আগামী দিনের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে চিনবে না, কিন্তু তাঁর দান থেকে অর্জিত জ্ঞান বহু মানুষের জীবন রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

জীবিত অবস্থায় রক্তদান, মৃত্যুর পর অঙ্গদান কিংবা দেহদান;মানবসেবার প্রতিটি উদ্যোগই মূল্যবান। মৃত্যুর পর আমাদের শরীর প্রকৃতির নিয়মে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু সেই শরীর যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি, ভবিষ্যতের চিকিৎসক তৈরি এবং মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে, তাহলে জীবনের শেষ অধ্যায়টিও হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ।

শরীর নশ্বর, মানবসেবার আদর্শ অমর। মৃত্যুর পরেও মানুষের কাজে লাগুক আমাদের শরীর;মরণোত্তর দেহদান হোক মানবতার প্রতি এক নিঃস্বার্থ অঙ্গীকার।

বিশেষ বার্তা দেহদান বা অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ কিংবা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নিজের ইচ্ছার কথা পরিবারের সদস্যদের জানান এবং প্রয়োজনীয় সম্মতিপত্র ও নথিপত্র সম্পন্ন করুন।

আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী, বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একদিনের সফরে আলিপুরদুয়ারে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে ঘিরে জেলাজুড়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও উৎসাহ তুঙ্গে ছিলো । বুধবার জনজাতী গৌরব দিবস উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি ।

সফরের প্রথম পর্বে লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রাজ্যের ২৫০টি হস্টেলের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মতবিনিময় করেন তিনি।

এরপর ময়নাবাড়ির হাতিপোতা মোড়ে আদিবাসী জননায়ক বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের রায়ডাক গলফ কোর্সের মাঠে আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি ছিলো তাঁর।

এই সফরকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করে প্রশাসন। সভাস্থল ও অন্যান্য কর্মসূচির স্থান পরিদর্শন করেছেন জেলাশাসক, পুলিশ আধিকারিক-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও এবং সাংসদ মনোজ টিগ্গাও সভাস্থল ঘুরে দেখেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে ৫০টি চা-বাগানের শ্রমিকরা অংশগ্রহণের করেন। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে চা-শ্রমিকদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ তৈরি হয়। অতীতে চা-শ্রমিকদের বোনাস ও বিভিন্ন ভাতা প্রদানের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই এবারের সফরে চা-বাগানের শ্রমিক এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য নতুন কোনও ঘোষণা আসে কি না, তা নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে দেখা যায় কৌতূহল।

ফুলবাড়ি জলাশয় ঘিরে পর্যটন ও মৎস্যচাষের অপার সম্ভাবনা



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২০২৭ সালকে রাষ্ট্রসংঘ দুটি বিশেষ আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একটি 'আন্তর্জাতিক টেকসই ও স্থিতিস্থাপক পর্যটন বর্ষ' এবং অন্যটি 'আন্তর্জাতিক আইন সচেতনতা বর্ষ'। এর মধ্যে টেকসই পর্যটনের ভাবনায় শুধু পর্যটন নয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার বিষয়গুলিও বিশেষ গুরুত্ব পেতে চলেছে।

নতুন বছরকে সামনে রেখে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভারতেও শুরু হয়েছে চর্চা। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দূষণের কারণে বহু প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ আজ প্রশ্নের মুখে । শিলিগুড়ির কাছেই অবস্থিত ফুলবাড়ি জলাশয় তার অন্যতম উদাহরণ।

পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আকর্ষণীয় বিচরণক্ষেত্র এই জলাশয়কে কেন্দ্র করে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে মৎস্যচাষেরও একটি বড় কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। বহু বছর আগেই ফুলবাড়ি জলাশয়কে ঘিরে মৎস্যচাষের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা পড়েছিল। কিন্তু এখনও সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি।

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মৎস্য গবেষক ডঃ বিমল চন্দ জানান, করোনা পরিস্থিতির সময় দূষণের মাত্রা কমে যাওয়ায় ফুলবাড়ি জলাশয়ে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দূষণ আবার বৃদ্ধি পাওয়ায় জলাশয়ে মাছের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে।

তাই ফুলবাড়ি জলাশয়কে পর্যটনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ডঃ বিমল চন্দ। সঠিক পরিকল্পনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ফুলবাড়ি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে, তেমনই স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে।

বিশ্বজিৎ দাসের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী মহল

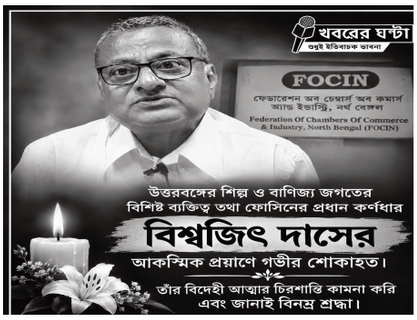

নিজস্ব প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী সমাজে নেমে এল শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠক তথা ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স নর্থ বেঙ্গলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ণধার বিশ্বজিৎ দাস। গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মহলে গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রয়াত এই ব্যবসায়ী সংগঠকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে উপস্থিত হন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিনিধিরা।

এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত ছিলেন নান্টু পাল, ফোসিনের কার্যকরী সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। এছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠক অসিত মৈত্র, মনোজ তিওয়ারি, সিদ্ধার্থ দাস, শশী ধনুকা, পরিমল মণ্ডল-সহ আরও অনেকে।

উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা জানান, বিশ্বজিৎ দাস কেবল একজন ব্যবসায়ী সংগঠক ছিলেন না, উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং ব্যবসায়ী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন স্মরণে থাকবে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী মহলে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করল ।শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপিও প্রয়াত বিশ্বজিৎ দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বলেন,আমরা আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে হারালাম ।এই ক্ষতি অপূরনীয়।



স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 33
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)